গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল।
www.coop.barisaldiv.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০.২৮১.১৬.০০২.২১.৫০

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০৩ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২২০৪ এর আওতায় সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন।

"ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪" এর সূচক [১.১.১] "সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন" এর আওতায় বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল কর্তৃক নিম্নোক্ত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্র: নং	ধারণা/সেবার নাম	বাস্তবায়নকারী দপ্তর	বাস্কবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১	২	৩	৪
০১	সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদে মনোনয়ন	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় বরিশাল।	মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন যুগ্মনিবন্ধক মোবাইল: ০১৮১৭০৮৬৩১৪

সংযুক্ত : ০২ (দুই) পাতা।

০৩/৩/২০২৪
মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন
যুগ্মনিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল।
ফোন: ০২৪৭৮৮৩০২০৪
jrbarisal@gmail.com

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ও আহবায়ক, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি;
২) জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা, উপ নিবন্ধক, প্রশাসন শাখা, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল ও আহবায়ক, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি;
৩) জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, উপ নিবন্ধক, অডিট, আইন ও সমিতি শাখা, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা;
৪) জেলা সমবায় কর্মকর্তা, বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা/ঝালকাঠি/পিরোজপুর। তাঁকে বিষয়টি তার অধিনস্ত সকল দপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সেবা সহজীকরণ

সহজীকৃত সেবার নাম: "সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদে মনোনয়ন"

উদ্যোগী সংস্থা/বাস্তবায়নে: বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

যে সকল কেন্দ্রীয় সমবায়ের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৫০% এর অধিক সরকারের মালিকানায় রয়েছে বা যে সকল কেন্দ্রীয় সমবায়ের মোট ঋণের বা অগ্রিমের ৫০% এর অধিক সরকার প্রদান করেছে বা যে সকল সমবায়ের গৃহীত ঋণে সরকারের গ্যারান্টি রয়েছে সে সকল কেন্দ্রীয় সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ দিনের মধ্যে বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক কর্তৃক সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৮(২)(খ) ধারা মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৪৪ বিধি অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানে কোরাম পূরণে সরকার মনোনীত সদস্যদের কমপক্ষে ৫০% সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক।

লক্ষণীয় যে, যে সকল সমবায়ে সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কেবল সে সকল সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের স্বার্থের সুরক্ষার জন্যই এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনের মর্মার্থ অনুসারে সরকারী কর্মকর্তাগণ কিংবা সরকারী স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবেন এমন ব্যক্তিই উক্ত মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য। বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় কর্তৃক সরকারের আর্থিক সহায়তাপুষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায়ে এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ১২ সদস্যবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ০৪ জনকে মনোনয়ন প্রদান করতে হয়। স্থানীয় সমবায় কার্যালয়ে সাধারণত এতজন কর্মকর্তা থাকে না। ভৌগোলিক কারণে উক্ত সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারী কোটায় কাজ করতে ইচ্ছুক এবং যোগ্য অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের তালিকা বিভাগীয় সমবায় দপ্তরে সংরক্ষণ করা হয় না।

বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচনের সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সমবায়ের নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রথম সভা অনুষ্ঠান করে। উক্ত সভায় বা এর পরবর্তী সভায় এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়নের বিষয় আলোচিত হয়। ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব চুড়ান্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজেদের লোককে মনোনয়নের প্রস্তাব চুড়ান্ত করে যা আইনের উদ্দেশ্য পূরণে কোনভাবেই সহায়ক হয়না। ব্যবস্থাপনা কমিটির উক্ত সভার রেজুলেশন উপজেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরিত হয়। উপজেলা সমবায় দপ্তর উক্ত রেজুলেশন এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন প্রস্তাব জেলা সমবায় কার্যালয়ে প্রেরণ করে। জেলা সমবায় কার্যালয় উক্ত প্রস্তাব এবং

রেজুলেশন বিভাগীয় সমবায় দপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ দিনের মধ্যে মনোনয়ন দিতে হয় বলে এবং এতগুলো স্তর পার হয়ে আসার পরে বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের পক্ষে মনোনয়ন প্রস্তাব যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। ফলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে প্রদান করা সম্ভব হয় না। আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাসময়ে সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র:

বিদ্যমান ব্যবস্থার ধাপসমূহ	প্রয়োজনীয় সময়	প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ধাপসমূহ	প্রয়োজনীয় সময়	মন্তব্য
১. নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান	০১ থেকে ১৫ দিন	১. নির্বাচন কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্বাচনী প্রসিডিংস উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে দাখিল	০৩ দিন	
২. সভার রেজুলেশন সহ মনোনয়ন প্রস্তাব সমিতি কর্তৃক উপজেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরণ	০৫ থেকে ১০ দিন	২. ইউসিও কর্তৃক নির্বাচনী প্রসিডিংস এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন প্রস্তাব বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ে প্রেরণ	০৫ দিন	ইউসিও পত্রের অনুলিপি জেলা দপ্তরে প্রেরণ করবেন। জেলার কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে ০৩ দিনের মধ্যে পযর্বেক্ষণ/মতামতসহ বিভাগে প্রেরণ করবেন।
৩. উপজেলা সমবায় দপ্তর হতে প্রস্তাব ও রেজুলেশন জেলা সমবায় দপ্তরে প্রেরণ	০৫ দিন	৩. বিভাগীয় সমবায় দপ্তর কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান	০৫ দিন	
৪. জেলা সমবায় দপ্তর হতে রেজুলেশন ও প্রস্তাব বিভাগীয় সমবায় দপ্তরে প্রেরণ	০৫ দিন			
৫. বিভাগীয় সমবায় দপ্তর কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান	০৫ দিন			
মোট সময়	গড়ে ২৬ দিন		১৩ দিন	

০৬/৬/২০১৪
মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন
যুগ্মনিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল